দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 27 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

005

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ১০ই কার্তিক, ১৩৯২ : ২৭শে অক্টোবর, ১৯৮৫

এইচএসসি পরীক্ষার ফল

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ গতানুগতিক বার্ষিক ব্যাপার হলেও আমাদের দেশে-এর একটি বিশেষ উত্তেজনা আছে, রয়েছে শিক্ষাজীবনের একটি অধ্যায় অন্তকারী দিকে। এই ঘটনা একদিকে, যেমন অসংখ্য অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীর উদ্বেগ, উৎকন্ঠা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটায়, তেমনি প্রস্তুত করে অনেকের উচ্চ শিক্ষার পথও। গত শুক্রবার দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসির সকল বিভাগের ফল প্রকাশিত হয়েছে। মোট ১,৮০,২২৭ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস করেছে ৯২,৬৭০ জন। বিভিন্ন বোর্ডে পাসের এই শতকরা হার ও সংখ্যা থেকে এই সত্যই প্রকাশ হচ্ছে যে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ও মানে তেমন কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটেনি। রেজাল্ট মোটামুটিভাবে গত পাঁচ-সাত বছরের মতই।

এবারের পরীক্ষার ফল অন্যান্য বছরের মতই জনমনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছে। এই প্রশ্ন ফেলের সংখ্যার আধিক্য, বোর্ড ভেদে পাসের পারসেন্টেজের তারতম্য, ভর্তি সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে। এ বছর মোট ৮৭,৫৫৭ জন অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকই ফেল। এত ছাত্রের ফেল করার কারণ কি? পাস করার ক্ষমতা কি এদের নেই? না, পাস করার ক্ষমতা অর্জনের মত করে কলেজে এদের লেখাপড়া শেখানো হয়নি? পাস করার মত মেধাই যদি না থাকে তাহলে তাদের পরীক্ষা দেবার জন্য 'এলাউ' করা হয় কেন? ঢাকা ও অন্যান্য শহরের কলেজ এবং শহর ও মফঃস্বলের কলেজের ফলে বেশ কড়কড়ে ব্যবধান পরিলক্ষিত। পাসের শতকরা হারে কুমিল্লা এবার সবার উপরে শতকরা ৫৯ দশমিক ৪৮ ভাগ, এবং যশোর সবার নিচে শতকরা ৪৭ দশমিক ০২ ভাগ। দেশের সর্বত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মান যে একই রকম নয়, ফলাফলে এই তারতম্য তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

প্রায় অর্ধেক পরীক্ষার্থীর ফেল করার ব্যাপারটি খুবই দুঃখজনক, পরীক্ষার্থীদের জন্য, জাতিরও জন্য। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং যুগের চাহিদার সঙ্গে অনেকটা সম্পর্কহীন শিক্ষাই সম্ভবত এরজন্য দায়ী। এই অনভিপ্রেত অবস্থা অবসানের জন্য শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার, যুগোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলাই জরুরী।

এইচএসসি পরীক্ষার ফল এবার অক্টোবরের শেষদিকে এসে প্রকাশিত হল। উচ্চতর ক্লাসে ভর্তির ব্যাপারটি শেষ হতে হয়ত কয়েকমাস লেগে যাবে। তার অর্থ ক্লাস শুরু হতে হতেই শেষ হয়ে যাবে চলতি শিক্ষাবর্ষ। গত বছরও তেমনই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অধিকাংশ ক্লাস এক বা একাধিক বছর পিছিয়ে গেছে। এই অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর ধারার অবসান অবশ্যই ঘটাতে হবে। মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং জুনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা গেলে এটা সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সার্বিক গুরুত্ব দেবেন—এই আমাদের প্রত্যাশা।